চিন্তাধারা সিরিজ

০৩

কখন আমরা শারিয়াহ দ্বারা শাসন করব?

শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ

AL HIKMAH MEDIA

Al-Malahem Media

চিন্তাধারা সিরিজ– ৩

কখন আমরা শারিয়াহ দ্বারা শাসন করব?

শহিদ শায়খ আবু সুফিয়ান আল আজদি রহিমাহুল্লাহ

প্রাক্তন নায়েবে আমির, আল কায়েদা জাজিরাতুল আরব

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA

এই দুটি বিষয় হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–

বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ইসলামী দলের মাঝে সমস্ত শরয়ী প্রশ্নের সমাধান এটা করে দিবে; তা হচ্ছে–প্রথমে আক্রমণকারী শত্রুকে হটাতে হবে তারপর শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হবে।

অধিকাংশ মানুষই দাবী করে যে, আমরা এখন শরিয়াহর শাসন চাই। সমস্ত দলে একটাই আশা যে, তারা শরিয়াহ দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবে। কিন্তু কীভাবে?

তখন তারা বলেঃ আমরা এমন একটি পর্যায়ে আছি, যে অবস্থানে থেকে এই সমস্ত দেশে শরিয়াহ আইন গণতন্ত্র ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কেন??? কারণ তাদের দ্বারা আগ্রাসী শত্রুকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এই ধরনের শাসনে (গণতান্ত্রিক শাসন) আগ্রহী হওয়ার দিকে নেমে আসা এবং এই শাসনকেই শরিয়াহর শাসন আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে আমরা শরিয়াতকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নই। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে পারবো

...আর গণতন্ত্র হচ্ছে দ্বীনের বিপরীত।

তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় গণতন্ত্র কী? তারা বলেঃ এটা হচ্ছে শূরা, অধিকাংশ মানুষের রায়ের শূরা আর এ ধরনের কথা ও কাজের পেছনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মরণের ভয়!

এগুলো তাদের মধ্যে দ্বীনের কোনো কিছু থেকে আসেনি। আল্লাহর কসম! দ্বীনের কোনো চাহিদা থেকে নয়। বরং সবই এসেছে নিজেদের বিভিন্ন দিকের দুর্বলতা থেকে। তাই হে প্রিয় সাথীরা! প্রত্যেক তানজীম ও জামাতের প্রথম লক্ষ্য হবে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা এটাই শরীয়তের হুকুম। এবং এটা উম্মতে মুসলিমার প্রত্যেকের উপর ফরজ! যখন আক্রমনকারী শত্রু ইসলামের ভূমিতে প্রবেশ করবে তখন সবার উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যায়। যাতে শত্রু বের হয়ে যায়! এবং এটা সমস্ত ইবাদতের উপর মুকাদ্দাম বা অগ্রগামী (শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার উপরও)

মূল বিষয়টা হচ্ছে অন্যায় ভাবে আক্রমণ। অর্থাৎ যখন মুসলমানদের ভূমিতে আক্রমণ করা হবে, তখন সর্বপ্রথম আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে বের করে দেয়া। তারপর আমরা শরিয়াহ কায়েম করব। কারণ শরিয়াহ কখনোই শত্রু মুসলমানদের ভূমিতে থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। কখনই না!

সুতরাং বর্তমান তানজিম ও জামাতসমূহের বিষয়টা হচ্ছে, তারা যুদ্ধ করছে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য। সর্বপ্রথম লক্ষ্য আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা। আর, তা হচ্ছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা (মুরতাদ শাসকেরা)

এখন আক্রমণকারী শত্রু দুই ধরনের,

একটা হচ্ছে বাইরের,

আরেকটা হচ্ছে ভেতরের।

বাইরের আক্রমণকারী শত্রু হচ্ছে যারা বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করে, যেমন- আমেরিকা ও ক্রুসেডাররা! আর ভেতরের আক্রমণকারী শত্রু হচ্ছে মুরতাদ শাসকরা, এখানে (ইয়েমেনে এবং বাংলাদেশেও) শত্রু হচ্ছে মুরতাদরা। সুতরাং এই সমস্ত শাসকদেরকে প্রতিহত করা, সরিয়ে ফেলা এবং বের করে দেওয়া ওয়াজিব, যতক্ষণ না নিঃশেষ হয়ে যায়। কেন? যাতে আমরা আল্লাহর শরিয়াহকে বাস্তবায়ন করতে পারি। আমরা কখনোই আল্লাহর শরিয়াহকে জমিনে বাস্তবায়ন করতে পারবো না, যতক্ষণ সেখানে দখলদাররা থাকবে! এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ভাল করে মনে রাখতে হবে! আমরা ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর শরিয়াহ কায়েম করতে পারবোনা, যতক্ষণ না মুসলমানদের ভূমি থেকে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা হয়!